নসীহতঃ হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব দামাত
বারাকাতুল্হম- আমীর, মদীনা শরীফ।

দ্বীনের জন্য নারীদের অমূল্য কুরবানী

১. সর্ব প্রথম ইসলাম কবুল (গ্রহণ) করিয়াছেন, হযরত খাদিজা (রাঃ)।
২. ইসলামে সর্ব প্রথম শহীদ হইয়াছেন, হযরত সুমাইয়া (রাঃ)।
৩. দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্ব প্রথম বেশী ধন-সম্পদ ব্যয় করিয়াছেন, হযরত খাদিজা (রাঃ)।
৪. সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিছাহ (হাদীসের বড় আলিম) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)।
৫. দ্বীনের জন্য সীমাহীন কষ্ট করিয়াছেন, হযরত আছিয়া (রাঃ) (ফেরাউনের স্ত্রী)।
৬. একজন নেককার নারী ৭০ জন ওলীর চেয়ে উত্তম।
৭. একজন বদকার নারী এক হাজার বদকার পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট।
৮. একজন গর্ভবতী নারীর ২ রাকাত নামাজ একজন গর্ভহীন নারীর ৮০ রাকাত নামাজের চেয়েও উত্তম।
৯. যেই নারী আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে আপন সন্তানকে দুধ (স্তন) পান করান, তাহার প্রত্যেক ফোটা দুধের বিনিময়ে একটি করিয়া নেকী তাহার আমল নামায় লেখা হয়।

১০. স্বামী যখন পেরেশান (অস্থির) হইয়া বাড়ী ফিরে তখন যদি স্ত্রী স্বামীকে সুন্দর কথা ও আচরন দ্বারা সান্ত্বনা দেয়, পেরেশানী দূর করে তাহলে সেই নারীকে জেহাদের অর্ধেক নেকী দান করা হয়।

১১. যেই নারী নিজ শিশু সন্তানদের কারনে রাতে ঘুমাতে পারে না, তাহাকে ২০টি গোলাম আজাদ করার নেকী দান করা হয়।

১২. যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে মহব্বতের নজর দেখে এবং স্ত্রীও স্বামীকে শ্রদ্ধার নজরে দেখে, তাহলে আল্লাহ তাআলা ঐ দম্পতিকে তাঁর সীমাহীন রহমতের নজরে দেখেন।

১৩. যেই স্ত্রী নিজ স্বামীকে দীনের কাজে সময় দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেন তিনি অন্যদের তুলনায় ৫০০ বৎসর পূর্বে জান্নাতে যাইবেন এবং ৭০ হাজার ফেরেসতা তাহাকে ইস্তেকবাল করিবেন, তিনি ছরদের সরদার হইবেন, জাফরান দ্বারা তাহাকে গোসল দেওয়া হইবে। ইয়াকুতের নির্মিত ঘোড়ার উপর ছাওয়ার করা হইবে এবং তিনি জান্নাতে প্রবেশ করিয়া স্বামীর অপেক্ষায় থাকিবেন।

১৪. যেই মা সন্তানের অসুখের (রোগ যন্ত্রনার) কারণে ঘুমাইতে পারে না, সন্তানের সেবাযত্নের কাজে থাকতে হয় আল্লাহ পাক ঐ নারীর অতীত জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেন এবং তাকে ১২ বৎসর নফল ইবাদতের সওয়াব দান করেন।

১৫. যেই গৃহিনী নারী তার গরু ছাগলের দুধ দোহনের কাজে বিসমিল্লাহ বলিয়া শুরু করে, ঐ গরু-ছাগল তাহার জন্য খুব দোয়া করতে থাকে।

১৬. যেই গৃহিনী নারী বিসমিল্লাহ বলিয়া খাবার দাবার প্রস্তুত করেন আল্লাহ পাক তাহার সেই খাবারের মধ্যে সীমাহীন বরকত দান করেন।

১৭. যেই নারী বেগানা মানে পরপুরুষের দিকে উঁকি মারিয়া তাকায় আল্লাহ পাক ঐ নারীর উপর লানত (অভিশাপ) বর্ষণ করেন। আমাদের পবিত্র শরীঅতের হুকুম হল, পুরুষের জন্য যেমন যে কোন বেগানা মানে পরনারীর দিকে তাকানো (কুদৃষ্টি) হারাম তদ্রূপ নারীর জন্যও অপর যে কোন বেগানা পুরুষের দিকে তাকানো (কুদৃষ্টি) হারাম।

১৮. যে গৃহিনী নারী মনে মনে ঘিকির ও দুআ কালামের সাথে নিজ ঘর-দুয়ার ঝাড়-মোছা করে আল্লাহ পাক তাহাকে পবিত্র খানায়ে কাবা ঝাড়-মোছা করার সওয়াব দান করেন।

১৯. যেই নারী নিজ দৈনন্দিন জীবনে নামায রোজার পাবন্দি (নিয়মিত) করে, নিজ পর্দা-পুশিদা যত্নের সাথে রক্ষিত রাখে, স্বামীকে মান্য করিয়া চলে, -কিয়ামতের দিন তাহাকে এমন সুযোগ করিয়া দেওয়া হবে যে, জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়া তিনি প্রবেশাধিকার লাভ করবেন।

২০. দুই ব্যক্তির নামায মাথার উপর উঠে না এক. যেই ক্রীতদাস নিজ মনিব থেকে পলায়ন করে চলে যায়, দুই. যেই নারী নিজ স্বামীর সাথে অবাধ্য আচরণ করে।

২১. যেই স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় থাকে তাকে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ দিনের বেলা রোজা রাখা এবং রাতের বেলা নামায রত থাকার নেক আমল দেওয়া হয়।

২২. স্ত্রীর যখন সন্তান প্রসব হয়, তখন তাহাকে ৭০ বৎসরের নফল নামায ও নফল রোজার নেকী দেওয়া হয়। আবার সন্তান

প্রসবের সময় যেই নারীর বাড়তি কষ্ট হয়, তাকে প্রতিবারের ব্যথার কারণে নফল হজেজ্বর নেকী দান করা হয়।

২৩. সন্তান প্রসবের ৪০ দিনের মধ্যে প্রবসকারীনী মা মারা গেলে তাহাকে শাহাদতের সওয়াব ও মর্তবা দান করা হয়।

২৪. যেই 'মা' সন্তানের কান্নাকাটি ও বিরক্তিকর কাজে সবার করে এবং কোন বদ দোয়া দেয় না, তাহাকে এক একটি সবরের বিনিময়ে এক বৎসর নফল ইবাদতের সওয়াব দেওয়া হয়।

২৫. মা যখন সন্তানের দুধ পান করানোর কাজ সমাপ্ত করেন তখন আসমান থেকে একজন ফেরেশতা এসে আল্লাহর পক্ষ হইতে সুসংবাদ দেয় এবং বলে, তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২৬. স্বামী যখন বাইরে কোন সফরে থাকেন তখন যেই স্ত্রী নিজ স্বামীর হক যথাযথ রক্ষিত রাখেন; স্বামীর হকের কোন ধরনের খেয়ানত করে না এবং স্বামী যখন বিদেশ থেকে ফিরিয়া আসে তখন যেই স্ত্রী খুশী মনে স্বামীকে সাদর সম্মানে বরণ করে তাকে একটানা ১২ বৎসর নফল নামায পড়ার সওয়াব দেওয়া হয়।

২৭. যেই স্ত্রী হুকুমের পূর্বেই নিজ স্বামীর খিদমাত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে মহান আল্লাহ তাঁহাকে ৭ তোলা স্বর্ণ ছদকা করার সওয়াব দেন।

২৮. যেই স্ত্রী নিজ স্বামীকে রাজী (সন্তুষ্ট) খুশি অবস্থায় রেখে মারা যায় তাহার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব।

২৯. যেই স্বামী নিজ স্ত্রীকে ১টি করে মাসআলা শিক্ষা দিবেন তিনি প্রতিটি মাসআলার বিপরীতে ৭০ বৎসর নফল ইবাদতে মশগুল থাকার সওয়াব পাইবেন।

৩০. জান্নাতে সকল জান্নাতিরা আল্লাহপাকের সাক্ষাতের জন্য যাইবেন কিন্তু যেই নারী দুনিয়ার জীবনে পর্দা পুশিদা ও হায়া শরম রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন সেদিন স্বয়ং আল্লাহ তাহাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাশরীফ আনিবেন।

৩১. যেই নারী পর্দা পুশিদার তোয়াক্কা করে না বরং নির্লজ্জতার সাথে চলে, পর্দা পুশিদার খেলাফ পাতলা কাপড় চোপড় পরিধান করে কিংবা এমন কাপড় পরিধান করে যার কারণে বাহির থেকেই ভিতরের আকার আকৃতি ইত্যাদি দেখা যায় এবং যেই নারী পরপুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টায় থাকে সেই সকল নারী জান্নাতে যাইতে পারিবে না, এমন কি জান্নাতের খুশবুও (স্মরণ) পাইবে না।

৩২. যে নারী নিজ স্বামীকে দ্বীনের উপর চলার জন্য প্রেরণা যোগান, স্বামীকে উত্সাহিত করেন, ইকরামের সাথে নামায রোযার তাগিদ দেন তিনি হযরত আছিয়্যার সাথে জান্নাতে যাইবেন।

৩৩. নারীর দায়েমী (সর্বাঙ্গায়) সুন্নাত ৭টি। ১. মাথার চুল লম্বা রাখা। ২. চুল সুন্দর রাখা। ৩. হাত পায়ের নখ কাটা। ৪. নাভী ও বগলের নিচের লোম পরিষ্কার করা। ৫. টিলা ব্যবহার করা। ৬. হায়েজ নিফাছে পট্টি ব্যবহার করা। ৭. মিছওয়াক করা।